ধারাবাহিক উপন্যাস
একটি মাধবী- ১৬
জসিম মল্লিক
(পূর্ব প্রকাশের পর)
২২.
বে ভিউতে কামালের ধুন্ধুমার বাড়ি। এলাকাটা টরন্টোর ধনীদের এলাকার একটি। কামাল কিছুই করে না। জাস্ট বসে বসে টাকা উড়ায়। একজীবন বসে বসে খেলেও ওর টাকা শেষ হবে না। কামাল বজলুর চেয়ে বয়সে কিছু বড়। আপাততঃ সে দেশে যাচ্ছেনা। পরিস্থিতি অনুকুল হলে আবার যাবে। দেশে না গেলেও কোনো অসুবিধা হয় না। সব সেটআপ করাই আছে।
কামাল হচ্ছে টাকার মেশিন। এত টাকা দিয়ে কী ভাবে কে জানে। বেশীরভাগ সময় ঘুরে বেড়ায়। আজ আমেরিকা, কাল ইউরোপ, পরশু দুবাই। বাংলাদেশ হচ্ছে পয়সাওয়ালাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদৌস। যদি একবার টাকার সোর্স তৈরী হয়ে যায় তাহলে এরচেয়ে সুখের আর কিছু নেই। কামালের নানা ধরনের দুই নম্বরী ব্যবসা আছে। ব্যবসার জন্য যে ধরনের কিলার ইন্সটিঙ্কট থাকা দরকার কামালের তা আছে। তবে কামাল অন্যদের চেয়ে একটু আলাদা এই কারনে যে, আরো অনেক বড় বড় চোর বিদেশে টাকা পাচার করেছে। চোর হলেও তাদের দেমাক আছে। কামালের তা নেই। কামাল বিনয়ী ও ভদ্র। এটিকেট জানে। হতে পারে কামাল আমেরিকায় লেখাপড়া করেছে বলে এগুলো শিখেছে। কিছু অশিক্ষিত লোক বিদেশে এসে হঠাৎ টাকা পয়সার মুখ দেখে ধরাকে সারাজ্ঞান মনে করে। যদিও এসব টাকা পয়সার উৎস অজানা। কামালের সাথে অনেক ব্যাপারেই বজলুর চিন্তার বৈপরিত্য আছে কিন্তু তা সত্বেও ওদের বন্ধুত্ব হতে কোনো অসুবিধা হয়নি। আমেরিকায় ওরা দু'জন একসাথে অনেকদিন কাটিয়েছে। তখনও কামাল দু'হাতে পয়সা উড়াতো। পড়াশুনা শেষ করে বাবার ব্যবসায় বসে যায়। কামালের বাবা একটার্ম মন্ত্রী ছিল। মন্ত্রী থাকাকালীন শত শত কোটি টাকার মালিক বনে গেছে।
আজকে যারা পার্টিতে এসেছে তারা প্রত্যেকেই মানি সেন্ট্রিক। এরা যে আম জনতার সাথে মেশেনা। থাকে নিভৃতে। এদের জাত আলাদা। কোনো সমিতি বা পিকনিকে এদের দেখা যায় না। পত্রিকায় ছবি ছাপা হয় না। এদের অনেকেরই মিলিয়ন ডলারের ব্যবসা, বাড়ি, গাড়ি আছে। কামালের বাড়িখানা সত্যিই দেখনসই একখানা বাড়ি। বাড়ির সামনে দুটো লেটেস্ট মডেলের বিএমডব্লিউ গাড়ি। একটা কামালের আর একটা ওর বউর। কামালের বউ গেছে ফ্লোরিডা বেড়াতে। দুই বছরের মেয়েকে নিয়ে।
বিশাল ফ্লোরে সবাই উত্তাল নৃত্যে মেতে আছে। বার কেবিনেট থেকে কামাল ড্রিঙ্ক সার্ভ করছে। নানা ধরনের দামী দামী সব ড্রিঙ্ক। সীমা আর প্রদীপ কামালের বিত্তের দাপট দেখে একটু ভড়কে গিয়েছিল। কিন্তু কামাল সহজেই ওদের আপন করে নিয়েছে। সবার সাথে

পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ওদের মধ্যে যাতে কোনো কমপ্লেক্স কাজ না করে সেজন্য এটা করেছে। সীমা ভালো ডাঞ্চ করে। ওর গান শুনেতো সবাই মুগ্ধ। প্রদীপ প্রচুর ড্রিঙ্ক করেছে। সে একটু টলোমলো। বজলু যতই ড্রিঙ্ক করুক সে কখনও তার নিয়ন্ত্রন হারায়না।

বজলু সীমার কানের কাছে গিয়ে বলল একটু উপরে আসবে! কথা আছে।

সীমা মাথা নাড়লো।

প্লীজ।

সীমা উপরে উঠে এলো। সীমাও একটু একটু টলছে। হাতে সিগারেট। বজলু সিগারেটটা হাত থেকে নিয়ে ছাইদানিতে চাপা দিল।

প্রদীপ কিছু মনে করবে নাতো!

হু কেয়ার!

তুমি সুখী সীমা!

তাতে তোমার কী যায় আসে!

তুমি অনেক বদলে গেছো সীমা!

তুমি খুব খারাপ মানুষ। খুউব!

কেনো আমি কী করেছি!

তোমার জন্য আমি কি না করেছি। আমার সবটুকু তোমাকে দিয়েছি। দিনের পর দিন। তুমি একটা বাজে মানুষ। তোমার ভিতর হৃদয় বলে কিছু নেই।

তুমিইতো যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিলে। আমি অনেক চেষ্টা করেছি তোমার সাথে যাগাযোগ করতে।

তুমি ভীষন স্বার্থপর। তোমাকে আমার চেনা হয়ে গেছে। তোমার মতো ছেলেরা কখনো বিয়ে করতে পারবে না। তুমি শুধু মেয়েদের রুপে ভোলো। শরীরটাই তোমার কাছে আসল।

তোমাকে আমি খুব মিস করি সীমা।

জানি। আমার শরীরটা তোমার খুব প্রিয় ছিল।

এসব কি বলছো!

আমি যে ঠিক বলছি তা তুমি জানো। তোমার মধ্যে ভালোবাসা বলে কিছু নেই। অনেক মেয়েদের সাথেই তুমি বন্ধুত্ব পাতিয়েছো। আবার তাদের ভুলে গেছো। তুমি হচ্ছো জ্ঞানপাপী।

তুমিইতো বলেছিলে আমরা শুধু বন্ধু হবো!

শাটআপ! জাস্ট শাটআপ! আই হেট উই। বলে সীমা কেঁদে ফেললো।

বজলু সীমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো।

আইএ্যাম সরি সীমা। বজলু ফিস ফিস করে বললো। সীমা বজলুর বাহু বন্ধন থেকে ছুটতে চেষ্টা করছে। এ্যালকোহলের কারনে সীমার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই। বজলু সীমার মুখটা তুলে ওর ঠোঁটে চুমু খেলো। গভীরভাবে চুমু খেলো।

ছাড়ো।
না। একটু থাকো।
না! বলে সীমা নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। তুমি আমার অনেক ক্ষতি করেছো।
কী ক্ষতি করেছি বলো!
আমি কিছু বলবো না। তোমাকে আমি মাপ করবো না। বলে সীমা চলে গেলো।
২৩.
মানুষ কত বদলে যায়।
সীমার আচরনে বজলু বড়ই অবাক হলো। পরশুদিন যেভাবে আচরন করেছে আজকের সাথে তার কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছে না। সীমা বরাবরই এরকম। খুবই অদ্ভুৎ। ও যে কখন কী মুডে থাকবে তা বোঝা যায় না। একটু স্টবার্ন। আবার যখন ভালো মুডে থাকে তখন সবটুকু দিয়ে দেয়। বিয়ের পর সীমা কী বদলে গেছে! কে জানে। মেয়েদের মন বোঝার সাধ্য বজলুর নেই। মেয়েদের এই অনিশ্চিত আচরনের কারণেই বজলু শেষ পর্যন্ত কাউকে আপন করে পেলো না।
সীমা যে অভিযোগ করেছে তাকি সত্যি! বজলু কী সত্যি কাউকে বিয়ে করতে পারবে না! সেই সম্ভাবনা কী শেষ হয়ে গেছে! বজলু কেনো কাউকে বালোবাসতে পারে না! কেনো কারো জন্য মন পাগল হয় না!। ভালোবাসলে যে রকম মরে যেতে ইচ্ছে করে সে রকম কেনো হয় না! কেনো সব সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত শরীরে গিয়ে সমাপ্তি ঘটে!
বজলু এরপর মাত্র সপ্তাহখানেক থেকেছিল টরন্টো। টরন্টোতে যখনই আসে একটি ঘটনা খুব মনে পড়ে।
বছর চারেক আগের ঘটনা সেটা। টরন্টোর এক মেয়ের সাথে প্যালটকে যোগাযোগ। মেয়েটি ছিল খুবই ডেসপারেট টাইপ। কয়েকদিনের যোগাযোগেই সে বজলুকে ভালোবেসে ফেললো। কতটা সত্যি বজলু জানে না। মেয়েদের ভালোবাসার ব্যাপারে বজলু বরাবারই সন্দিহান। নাছারবান্দা মেয়েটি বজলুর মুখ থেকে 'ভালোবাসি' কথাটা না শুনে ক্ষান্ত দিচ্ছিল না। বজলুকে শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলতে হয়েছিল ভালোবসি।
এভাবে চলছিল দিন। বজলু মজাই পাচ্ছিল। একধরনের ভালোবাসা ভালোবাসা খেলা। প্রতিদিন ই-মেইল যোগাযোগ তো হতোই আবার ফোনেও কথা চলতে লাগলো। অনেক কথা হতো। এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে ওরা কথা বলতো না। এরোটিক কথা বলতেই বেশী পছন্দ করতো মেয়েটি। বজলুকে দীক্ষা দেয়ার একটা মিশন নিয়েছিল। মাঝে মাঝে কাঁদতো। একটা দুখ তার ছিল। কখনো কখনো বলতো। মাঝে মাঝে উদাস হয়ে যেতো। বজলুর মন নরম হয়ে যেতো। মেয়েটি বজলুর চেয়ে দু'তিন বছরের বড় ছিল। তাতেও কোনো অসুবিধা ছিল না।
মেয়েটি একদিন বজলুর জন্য টিকেট পাঠালো টরন্টো আসার জন্য। এয়ারেপোর্টে দাঁড়িয়ে থাকলো রিসিভ করার জন্য। মেয়েটিকে দেখে বজলুর সত্যি মাথা ঘুরে গিয়েছিল। সেটা ছিল জুন মাসের শেষ। টরন্টোর আবহাওয়ায় বড়ই সৌন্দর্য। বড়ই পেলবতা। চারদিকে কী

সবুজ। মৃদুমন্দ সমীরন। আহা মরে যাই! বজলুর টরন্টোতে সেটা প্রথম আসা। বয়সের চেয়েও মেয়েটিকে কম মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল চব্বিশ পঁচিশ। সুন্দর করে সেজে এসেছিল।
যে এপার্টমন্টে নিয়ে এলো সেটা মেয়েটির নিজস্ব। সুন্দর করে সাজানো। দু'রুমের এপার্টমেন্ট। মেয়েটি গান খুব পছন্দ করে। বজলু ওর জন্য রাজ্যের সব গানের সিডি নিয়ে এসেছে। মেয়েটির একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। প্রবাসের আর দশটার মতোই। গতানুগতিক। মেয়েটি ডিভোর্সড। তিন বছর আগে ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। মেয়েটি আর বিয়ে করেনি। পাঁচ বছরের একটি ছেলে আছে। ওর কাছেই থাকে। মেয়েটির স্বামী ছিল বিশাল ধনী লোক। টাকার জোড়েই মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু ভালোবাসা হয়নি। বয়সেও ছিল কমপক্ষে দশ বছরের বড়। সেটাও কোনো সমস্যা ছিল না। লোকটি ছিল ভীষণ বদরাগী। কথায় কথায় এক ধরনের মানসিক পীড়ন করতো। ওর দারিদ্রতা নিয়ে উপাহাস করতো। এমনকি এক পর্যায়ে গায়ে হাত পর্যন্ত তুলতে শুরু করলো।
মেয়েটি কেনো এটা মেনে নেবে! এটাতো কানাডা! একদিন পুলিশ এলো। ভেঙ্গে গেলো ছয় বছরের সংসার!
রানী বজলুর জন্য নিজ হাতে রান্না করেছে। রানী খুব সৌখীন প্রকৃতির মেয়ে। স্বামীর টাকায় রাজার হালে ছিল রানীর জীবন। রাজ্যের অদরকারী জিনিস কেনে। দুহাতে পয়সা ওড়ায়। ভাল একটা চাকরী করে। বজলু তিনদিন রানীর বাসাতেই থাকবে।
তুমি আমাকে আসলে ভালোবসো না তাইনা!
রানীর কথা শুনে হাসলো বজলু।
হাসো কোনো!
এমনি।
না এমনি না। বলো ভালোবাসো কিনা!
আচ্ছা ভালোবাসা কী জোর করে হয়!
এর মানে কী তুমি আমাকে ভালোবাসো না!
আরে না পাগল। তুমি অনেক ভালো। তোমাকে আমি অনেক লাইক করি!
তুমি অনেক সুন্দর।
তুমিও।
তুমি জানো না আমার কত কষ্ট। কেউ আমাকে বোঝে না।
ওরা দু'জন সোফায় খুব ঘনিষ্ট হয়ে বসেছে। রানীর মনটা খুব আলগা হয়ে আছে বোঝাই যায়। ওর সুন্দর চোখ দিয়ে দু'ফোটা পানি গড়িয়ে পড়লো। আর যাইহোক মেয়েদের চোখের পানি বজলু একদম নিতে পারে না। ওর খুব খারাপ লাগে। বজলু ওর মুখটা তুলে ধরলো। রানী বজলুর বুকে লুটিয়ে পরলো। ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো। কেঁপে কেঁপে উঠছে মেয়েটি। (চলবে)
জসিম মল্লিক: সাহিত্যিক,সাংবাদিক

jasim.mallik@gmail.com